দৈনিক বাংলা

তারিখ ১০/১/৮২
পৃষ্ঠা ... কলম ...

117

কলকাতায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের অনেক ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোনয়ন পেয়ে এবং ভারত সরকার প্রদত্ত বৃত্তিলাভ করে উচ্চতর শিক্ষার্থে পড়াশোনা ও গবেষণা করছেন। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় তাঁদের পড়াশোনা দারুণ সংকটাপন্ন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী গবেষণারত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টস বিভাগের কল্যাণে এঁরা নিয়মিত বৃত্তির অর্থ না পাওয়াকেই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের (যাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের অধ্যাপক এবং কারো কারো বয়স ৪০/৫০) প্রতি একাউন্টস বিভাগের মাননীয় কর্মিক মহোদয় যে আচরণ করেন তাকে সৌজন্যমূলক ও ন্যূনতম ভদ্রতা বলতে পারলেও আনন্দিত হওয়া যেত।

উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী ও বন্ধুত্বের বন্ধন জোরদার করাই এই বৃত্তি কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নমান কর্মচারীদের কৃপায় এই উদ্দেশ্য সফল হবে, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।

বছর দশেক আগে প্রবর্তিত ভারত-বাংলাদেশ বৃত্তির আর্থিক পরিমাণ যা ছিলো বর্তমানে সেই অর্থে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব। শোনা যায় শতকরা মাত্র ২০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে বৃত্তির অংক। তাও কোন বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী এই বর্ধিত হারে বৃত্তি পানান এখনো।

বই কেনার জন্য বার্ষিক এককালীন মাত্র তিনশ টাকা মঞ্জুর করা হয় যা বর্তমান বইয়ের মূল্যের তুলনায় নগণ্য। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের নিকট আমাদের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সবিনয় নিবেদন বই-ভাতা বাড়িয়ে অন্তত বার্ষিক বারোশ টাকা করা যায় কিনা, বিবেচনা করে দেখা হোক।

আমাদের নিবেদন, ভারত-বাংলাদেশ বৃত্তির কর্মসূচীর আওতা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দেওয়া হোক। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যত সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারকই হোক না কেন প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য তারা বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দানে অসমর্থ এবং এ বিষয়ে পরিপূর্ণ উদাসীন।

প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বৃত্তির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) বৃত্তির মত বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির পরিমাণ অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

জনৈক বাংলাদেশী ছাত্র,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।